শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার: আটক ২

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় আটক করা হয়েছে ২ কারিগরকে।

শৈলকুপা উপজেলার ১০নং বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের বগুড়া গ্রামের বাড়ি থেকে গতকাল এসব উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা দেশীয় অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৪৭টি সড়কি, ১৯টি ঢাল ও ১১/১৩ কেজি বেতসহ এসব তৈরির অন্যান্য সরঞ্জাম।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানিয়েছে, শৈলকুপা উপজেলার বগুড়া ইউনিয়নে প্রায়শ্বই দেশীয় অস্ত্র ঢাল-সড়কি, তরবারি নিয়ে হানাহানি ও ক্যাইজা-দাঙ্গা চলে আসছে। গ্রাম্য দলাদলী, জমি নিয়ে বিরোধ ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এসব অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে করে হতাহত, বাড়িঘর-ভাঙচুর, লুটপাট ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে আসছে।

শৈলকুপায় পৌর নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তৎপর রয়েছে থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানা পুলিশের সহযোগীতায় শৈলকুপার হাটফাজিলপুর ক্যাম্প পুলিশ গতকাল এক অভিযানে নেমে এসব দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

শৈলকুপার হাটফাজিলপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি এসআই ফারুক হোসেন জানান, বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের বগুড়া গ্রামের পুরাতন বাড়ি থেকে এসব দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় ২জন কারিগরকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

এদিকে এ ঘটনা সম্পর্কে শৈলকুপার বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলামের সাথে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি তার মোবাইল ফোন রিসিভ করেননি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাথেও স্ত্রী স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখে। চলে দুই স্বামীর সাথেই সামনে এবং গোপনে ওঠা বসা।

গত কয়েকদিন আগে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের দিকে সিরনের সাথে তহুরার পরোকিয়ার সম্পর্ক জানাজানি হলে সিরন তহুরা দম্পতি জানায় ২০১৫ সালে তারা গোপনে বিয়ে করেছে।

অভিযুক্ত সিরন ক্যামেরা দেখে কথা বলতে না চাইলেও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তহুরকে আমি ভাল বাসতাম এ জন্য সমাজের সবাই তাকে নির্যাতন করতো, নানা কথা বলতো তাই আমি তাকে বিবাহ করেছি। অপর অভিযুক্ত তহুরা বেগম বলেন, যা শুনেছেন সবিই সত্যি আমরা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বিবাহ করেছি। ওর (কবিরের) কি আছে যে ওর সাথে থাকবো ও আমাকে শুধু কষ্ট দেয়। সুখ দিতে পারে না। অস্ত্র আর সন্ত্রাসীর ভয়ে কিছু বলতে পারিনা।

ভুক্তভোগী কবির বলেন, ২০বছরের সংসারী জীবনে তিনটি কন্যার মা আমার স্ত্রী তহুরা খাতুন। ১৫ বছর বিদেশ খেটে টাকা দিয়েছি ৬বছর আগে অন্যের সাথে বিয়ে করেও আমার ঘরে আছে, আমার অর্থ সম্পদ সব লুটে নিয়ে গেছে, আমি এখন সমাজে বের হতে পারি না। আমার সবকিছু শেষ।
এলাবাসির দাবি লম্পট সিরনের এমন বিচার হোক, যা দেখে আর যেনো কেউ এমন ঘটনা সমাজে না ঘটাতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চান বঙ্গবন্ধুর গাড়ি চালক

১৯৬২ থেকে ১৯৭০। স্বাধীনতার আগের উত্তাল ৮ বছর। পাকিস্তানের শাসকরা যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেবলই শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে সেই কথা শুনিয়ে স্বাধিকারের দাবি নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

এই সময়েই ৬ দফার দাবি তুলে গণমানুষের নেতায় পরিণত হন তিনি। তার

সমর্থক ছিলেন, খুলনার রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক আব্দুর রশিদ মিয়া।

বঙ্গবন্ধু খুলনায় এলেই জনসভার জন্য প্রাইভেট কার পাঠাতেন তিনি, আর সে গাড়ির চালক ছিলেন ছমির উদ্দিন। টানা আট বছর খুলনা-যশোর ও আশেপাশের জেলাগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে প্রাইভেট কারে জনসভায় নিয়ে যাওয়ায় ছিলো ছমির উদ্দিনের কাজ। তার ভাণ্ডারে আছে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক গল্প। জীবন সায়াহ্নে এসে সেসব গল্প বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একবার শোনাতে চান তিনি। সম্প্রতি তার সঙ্গে কথা হয় ছমির উদ্দিনের।

তিনি জানান বর্তমানে তার বয়স ৮৮ বছর। তবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতি এখনও পরিষ্কার। স্পষ্ট মনে করতে পারেন ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সালের ঘটনাবলি।

‘বঙ্গবন্ধু তো তাকে পরে বলা হয়েছে, আমরা বলতাম শেখ সাহেব’-গল্প শুরু হয় তার। শেখ সাহেবকে প্রাইভেট কার চালিয়ে নিয়ে গেছি অনেক জায়গায়।

দলীয় প্রোগ্রামে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া থেকে লঞ্চে করে খুলনায় আসতেন। সে সময় তাকে প্রাইভেটে (প্রাইভেট কার) করে খুলনা ও যশোরের বিভিন্ন স্থানের মিটিংয়ে নিয়ে যেতাম।’ছমির উদ্দীন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের নৃসিংহপুর গ্রামের মৃত মনির উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে।

তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালে খুলনা রশিদ ব্রাদার্স নামের একটি জুট মিলে ড্রাইভার পদে চাকরি করতেন। রশিদ ব্রাদার্স জুট মিলের মালিক ছিলেন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আব্দুর রশিদ মিয়া। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগ করতেন এবং সাবেক এমএলএ ছিলেন। তখন বঙ্গবন্ধুকে সবাই শেখ সাহেব বলতেন।

‘শেখ সাহেব তখন লঞ্চে করে টুঙ্গিপাড়া থেকে খুলনায় আসতেন। শেখ সাহেব, আসার আগেরদিন রশিদ সাহেব আমাকে গাড়ি নিয়ে লঞ্চের ঘাটে থাকতে বলতেন। আমিও গাড়ি নিয়া চলে যেতাম ঘাটে। শেখ সাহেব, খুলনায় লঞ্চ থেকে নেমে আমার গাড়িতে উঠতেন। আমি গাড়ির দরজা খোলা রাখতাম।

গাড়িতে ওঠার আগে তিনি আমার গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে সন্তানের মতো আদর করতেন। খুলনার যেসব স্থানে সভা সমাবেশ থাকতো সেখানে শেখ সাহেবকে নিয়ে যেতাম। তবে তিনি খুলনায় এলে দুপুরের খাবার

খেতেন টুটপাড়ায় তার ছোটভাই শেখ আবু নাসেরের বাসায়। এখানে তিনি ডাইনিং টেবিলে বসে খেতেন না। সাধারণ মানুষের মতো মেঝেতে পাটি পেড়ে খেতে বসতেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আমাকেও বসাতেন। বাড়িতে যাওয়ার আগে বলতেন, ছমির খুলনায় এসে যদি ছোটভাই এর বাড়িতে না যাই আর দুপুরে না খেয়ে আসি তাহলে ও খুব কষ্ট পাবে।’

‘খাওয়া-দাওয়া শেষে যেখানে মিটিং থাকতো সেখানে নিয়ে যেতাম। যে কয়দিন তিনি খুলনায় থাকতেন সে কয়দিন আমি ডিউটি করতাম।’

বঙ্গবন্ধুর সাথে আপনার কোনও বিশেষ স্মৃতি আছে কিনা জানতে চাইলে ছমির উদ্দীন জানান, ‘‘একদিন খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে শেখ সাহেব ভাষণ দিচ্ছিলেন । সে সময় আমি পাশেই গাড়ির দরজা খুলে বসেছিলাম। শেখ সাহেব কোনও রকম ভাষণ শেষ করে আমাকে বলেন ‘দ্রুত গাড়ি চালাও। আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছি। এখান থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে।’

পরে আমাকে জানালেন, ‘মোনায়েম খান, সবুর খানের কাছে টেলিফোন করেছে শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করার জন্য। আমি তখন তরতাজা যুবক। আমি সে সময় গাড়ি নিয়ে দ্রুত যশোরের সাবেক মন্ত্রী মশিউর রহমানে বাড়িতে চলে আসি। রাতে থাকার পর সকালে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখি মশিউর রহমান সাহেবের বাড়ির সামনে পুলিশ। তখন আমি আর গাড়ি ঘোরানোর সুযোগ পেলাম না। ব্যাকেই আবার বিল্ডিংয়ের গ্যারেজে ঢুকে গেলাম।

এরপর শেখ সাহেবকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। ওই দিনই কোর্টে উনার জামিন হওয়ার পর শেখ সাহেবকে নিয়ে গাড়িতেই ঢাকায় চলে গেলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের একটা বড় স্মৃতি।’

গাড়ি চালানোর পাশাপাশি খুব ভালো বাঁশি বাজাতেন ছমির উদ্দীন। এলাকায় তাকে ‘গুরু’ ডাকা হয়। তৈরি করেছেন অনেক বাঁশি শিল্পী। তিনি আরও জানান, ‘বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

বঙ্গবন্ধু কেমন মানুষ ছিলেন জানতে চাইলে বলেন, কেমন মানুষ ছিলেন সেটা বলে বোঝানো যাবে না। একজন সুন্দর মনের অধিকারী মানুষ ছিলেন তিনি। গরিব মানুষ বলে কাউকে সরিয়ে দিতেন না। বুকের মধ্যে, কোলের মধ্যে নিয়ে আদর করতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সদস্যদের এমন নৃশংসভাবে হত্যা করবে সেটা কেউ ভাবতেই পারিনি। খুলনার কাজ শেষে ফেরার পথে প্রতিবার আমাকে পকেটে জোর করে ৫০ টাকা করে বকশিস দিয়ে যেতেন। এমন মানুষ বা এমন নেতা আর আমাদের

দেশে আর আসবে না।’

বৃদ্ধ ছমির উদ্দীন আরও জানান,‘ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ সাহেব যখন জেলে গেলেন তখন আমি শেখ সাহেব এর স্ত্রী, বড় ছেলে, ছোট ছেলে, শেখ সাহেবের ব্যারিস্টার ও মশিউর রহমান সাহেবকে গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে আসতাম। তারা সবাই শেখ সাহেবকে দেখতে ঢাকায় আসতেন। তখন ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে স্পেশাল কোর্ট ছিল। সেখানে তারা শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতেন। তবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর শেখ সাহেবের সাথে আমার আর কোনও যোগাযোগ হয়নি ‘

১৯৬৮ সালে ছমির উদ্দীন ঝিনাইদহে চলে আসেন। এরপর দেশ স্বাধীন হলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী তার বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তখন তিনি কালীগঞ্জ শহরে বসবাস শুরু করেন এবং মোবারকগঞ্জ সুগার মিলে চাকরি পান। চিনিকলে তিনি ট্রাক চালাতেন। বর্তমান ছমির উদ্দীন কালীগঞ্জ শহরের বিহারী মোড়ের নিজের একটি বাড়িতে বসবাস করছেন।

এছাড়া ছমির উদ্দীন খুলনা বেতার চালু হওয়ার পর থেকে সেখানকার একজন নিয়মিত বংশীবাদক ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বংশীবাদক বলে পরিচিত। ঝিনাইদহ জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রয়েছে তার অনেক সুখ্যাতি। তার হাতেই তৈরি হয়েছে জেলার বেশিরভাগ বাঁশি শিল্পী। খুলনা বেতার থেকে এখনও তার কাছে প্রোগ্রামের জন্য চিঠি আসে। সেখানে তার একটি সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হয়েছে।

এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি তাকে সম্প্রতি সংবর্ধনাও দিয়েছে। তার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি এখনও নিয়মিত রেডিও শুনেন। জীবন সায়াহ্নে এসেও মাঝে মাঝে বাঁশি বাঁজানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন বয়সে আর কুলায় না। তার বাড়িতে বস্তায় ভরা রয়েছে অসংখ্য বাঁশের বাশি। ব্যক্তিগত জীবনে ছমির উদ্দীন ৫ ছেলে ও ২ মেয়ের জনক।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ছমির উদ্দীন একবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাটানো স্মৃতিকথাগুলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে শোনাতে চান। ছমির উদ্দিন বলেন, ‘অনেক বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে কিন্তু আজও পর্যন্ত দেখা পাইনি। একবার যদি দেখা পেতাম, তাকে বলতাম বঙ্গবন্ধুর সাথের স্মৃতিগুলো, এই শেষ বয়সে মনটা জুড়িয়ে যেত।’

দুর্ঘটনা ঠেকাতে কালীগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশের ভিন্ন উদ্যোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ডাকাতি ঠেকাতে সড়কের দুই পাশের জঙ্গল পরিষ্কার ও কুয়াশায় চালকদের দৃষ্টিভ্রম রোধে গাছে রং করেছে বারবাজার হাইওয়ে থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে ঝিনাইদহ-যশোর সড়কের রঘুনাথপুর এলাকায় জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন সোহেল, বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাবজাল হোসেন, সাংবাদিক হাবিব ওসমান প্রমুখ।

বারবাজার হাইওয়ে থানার ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন জানান, কুয়াশার কারণে এমনিতে সড়কে কিছু দেখা যায় না। তারপরও দুইপাশের জঙ্গলে বেশ ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

কেউ যেন সড়কে ডাকাতির চেষ্টা করতে না পারে এজন্য সড়কের দুইপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং রাস্তার পাশের গাছগুলাতে সাদা রং করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা

বার্ষিকী পালিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে “দৈনিক দেশ রূপান্তর” পত্রিকার ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের কালেক্টরেট স্কুলের মোড় থেকে ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান দিপ্তী রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, এম সাইফুল মাবুদ, ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ফয়সাল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, দেশ রূপান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি এম রবিউল ইসলাম রবি। পরে ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়।

শৈলকুপা পৌর নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র জমা

মেয়র পদে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী শৈলকুপা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বর্তমান মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা কাজী আশরাফুল ইসলাম আজম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন।

গতকাল রবিবাব দুপুর ২টায় পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকতার কার্যালয়ে এ মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যান মস্তোফা আরিফ রেজা মন্নু, কৃষক লীগের সভাপতি ভাইসচেয়ারম্যান জাহিদুন্নবী কালু, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নায়েব আলী জোয়াদ্দার, সাবেক ছাত্রনেতা জুলফিকার কায়সার টিপুসহ অওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

অপর দিকে শৈলকুপা উপজেলা যুবলীগের সহ-সভাপতি শিকদার ওয়াহিদুজ্জামান ইকু, পৌর আওয়ামী লীগ নেতা তৈয়বুর রহমান খাঁন সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পত্র জামা দিয়েছেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী মো: ওসমান গনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক পৌর মেয়র খলিলুর রহমান দলীয় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

পৌর নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাচন অফিসার জুয়েল আহম্মেদ জানান, পৌর নির্বাচনে মেয়রপদে অওয়ামী লীগের কাজী আশরাফুল ইসলাম আজম মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন। আগামী ১৬ জানুয়ারী ইভিএমএ ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হবে বলেও তিনি জানান।

৫ কোটি টাকা হাতিয়ে চম্পট

কথিত ‘অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশন’র প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন রানাকে গ্রেফতার ও সঞ্চয় ফিরে পাবার দাবিতে ফাউন্ডেশনের সদস্য ও প্রতারণার শিকার কর্মচারীরা ঝিনাইদহে মানববন্ধন করেছে। সকাল ১০টার দিকে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ রোডে তারা এ কর্মসূচি পালন করে।

সদস্যরা অভিযোগ করেন ফাউন্ডেশনের নামে প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে সমস্ত অফিস গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। তারা পরিচালকের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে।

প্রসঙ্গত জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও সমাজসেবার নামে কথিত ‘অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশন’ ঝিনাইদহের শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডুসহ ৩ জেলা থেকে

৫ কোটি টাকার বেশী হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

গাছের চারা বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শেষে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ আর স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী লোন এবং বয়স্ক ভাতার কথা বলে বিভিন্ন ইউনিয়নে তারা সদস্য সংগ্রহ আর সঞ্চয় সংগ্রহ করেছিল।

এ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অফিসগুলি আইনগত ব্যবস্থা নিবে বলে জানিয়েছে।

তবে এখনো অধোরা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকসহ কর্মকর্তারা। উল্টো ফাউন্ডেশনের সদস্য ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি ও অভিযোগ করছে নিবন্ধন বিহীন কথিত অরণ্য কেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আনোয়ার হোসেন রানা। তার বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ড উপজেলাতে।

কালীগঞ্জে জমি নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ভোলপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, শহর আলী, আলী হোসেন, শওকত আলী, মসলেম উদ্দিন, জিয়া হোসেন, রুমা খাতুন, শাহাবুর রহমান, ইয়াসিন আলী, কাদের আলী, তুহিন হোসেন, ইদ্রিস আলী, ঝুমুর মোল্লা, আলী আহম্মদ, পলাশ মোল্লা।

আহতরা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ভোলপাড়া গ্রামে শহর আলী ও কাদের আলীর মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে ঝিনাইদহ আদালতে

মামলাও চলমান। হঠাৎ শনিবার দুপুরে কাদের আলী লোকজন নিয়ে শহর আলীর পৈতৃক সম্পত্তি দখল করতে যায়। এ সময় দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মোঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সংঘর্ষটি ঘটেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। কেউ অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নিবো।

কালীগঞ্জে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ভিত্তিক ওয়াও-অচোম গ্রুপের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে কালীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এতিম খানায় এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শিপলু জামান, কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার শেখ মামুনুর রশিদ, জাকারিয়া হোসেন, আবেদ আলী, লেন্সার উদ্দীন লিখন, নিয়ামুল কবির, সাংবাদিক আশিকুর রহমান সোহাগ, মাজেদুল হক, ফারদিন সৌরিভ, মেহফুজ পারভেজ, এমএম সুমন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ফেসবুকভিত্তিক ওয়াও-অচোম গ্রুপটি ইতিমধ্যে সামাজিক কাজ করে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও তারা বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ করে মানুষের পাশে থাকতে চাই।

বিপ্লবী বাঘাযতীনের ভাস্কর্য

ভাঙচুরের প্রতিবাদে হরিণাকুণ্ডুতে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র দলের প্রধান বিপ্লবী বাঘাযতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মানববন্ধন করেছে বিপ্লবী বাঘাযতীন একাডেমি। গতকাল শনিবার সকালে হরিনাকুণ্ডু শহরের দোয়েল চত্তর মোড়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ঝিনাইদহ সদরের পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারমান জাহাঙ্গীর হোসাইন, বিপ্লবী বাঘা যতীন একাডেমির সাধারণ সম্পাদক ও

জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার জাহান বাদশা, ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, ভাইস চেয়ারমান শহিদুল ইসলাম শিলু, হরিণাকুণ্ডু পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে বিপ্লবী বাঘাযতীনের ভাস্কর্য ভাঙচুরকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।